শব্দের উৎস : বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ

বাংলা শব্দভান্ডারের উৎস দুইভাবে দেখা যায়– বহিরঙ্গ উৎস ও অন্তরঙ্গ উৎস। বহিরঙ্গ উৎস বলতে বোঝায়, ভাষার বাইরে থেকে বা ঐতিহাসিক ধারায় পাওয়া শব্দ। এর মধ্যে তৎসম, তদ্‌ব, দেশি ও বিদেশি শব্দ পড়ে। অন্তরঙ্গ উৎস বলতে বোঝায়, বাংলা ভাষার নিজের ভেতরের শব্দ গঠন প্রক্রিয়া; যেমন– উপসর্গ, প্রত্যয়, সন্ধি, সমাস, দ্বিরুক্তি, বাগ্‌ধারা, বিভক্তি, বচন, লিঙ্গান্তর ইত্যাদির সাহায্যে নতুন শব্দ তৈরি হওয়া।

বাংলা শব্দের উৎস

- বহিরঙ্গ উৎস : ঐতিহাসিকভাবে প্রাপ্ত শব্দ
  - তৎসম
  - তদ্ভব
  - দেশি
  - বিদেশি/loanword
- অন্তরঙ্গ উৎস : ভাষার ভেতরে নির্মিত শব্দ
  - উপসর্গ
  - প্রত্যয়
  - সন্ধি
  - সমাস
  - অন্যান্য গঠনপ্রক্রিয়া

বহিরঙ্গ উৎস : প্রাপ্ত শব্দ

বাংলা ভাষা ইতিহাসের পথে বহু শব্দ পেয়েছে। এগুলোকে প্রাপ্ত শব্দ বলা যায়। তৎসম শব্দ সরাসরি সংস্কৃত থেকে প্রায় অপরিবর্তিত রূপে এসেছে; যেমন– চন্দ্র, সূর্য, ধর্ম, বৃক্ষ, অগ্নি।

তদ্‌ব শব্দ সংস্কৃত উৎস থেকে প্রাকৃত-অপভ্রংশের ধারা পেরিয়ে বাংলায় এসেছে; যেমন– চন্দ্র > চাঁদ, মৎস্য > মাছ, হস্ত > হাত, সর্প > সাপ। দেশি শব্দ এসেছে স্থানীয়, লোকভাষাগত বা অনার্য উৎস থেকে; যেমন– কুড়ি, চুলা, কুলা, ডাব, ঢেঁকি, ঝুড়ি। সুকুমার সেনের ব্যুৎপত্তিমূলক অভিধান বাংলা শব্দের পুরোনো রূপ, উৎস ও অর্থবিকাশ বোঝার ক্ষেত্রে একটি মৌলিক কাজ।[৬]

বিদেশি শব্দ বা loanword বাংলা শব্দভান্ডারের একটি বড়ো অংশ। আরবি, ফারসি, পর্তুগিজ, তুর্কি, ইংরেজি, ফরাসি, চীনা, জাপানি, হিন্দি-উদ প্রভৃতি ভাষা থেকে বাংলা বহু শব্দ গ্রহণ করেছে। যেমন– আরবি থেকে– আল্লাহ, আদালত, খবর; ফারসি থেকে– কাগজ, দরজা, বাগান; ইংরেজি থেকে– স্কুল, অফিস, টেবিল, ডাক্তার; পর্তুগিজ থেকে– আলমারি, জানালা, পাউরুটি, সাবান। Loanword বাংলায় এসে শুধু বিদেশি শব্দ হিসেবে থাকে না; বাংলা ব্যাকরণে মিশে যায়। 'স্কুল' থেকে 'স্কুলে', 'স্কুলটা', 'স্কুলঘর', 'ডাক্তার' থেকে 'ডাক্তারের', 'ডাক্তারখানা'– এভাবেই বিদেশি শব্দ বাংলার নিজস্ব ব্যবহারে অভিযোজিত হয়।

উৎস	উদাহরণ	বাংলায় অভিযোজিত রূপ
ইংরেজি	স্কুল	স্কুলে, স্কুলটা, স্কুলঘর
ফারসি	কাগজ	কাগজে, কাগজপত্র

উৎস	উদাহরণ	বাংলায় অভিযোজিত রূপ
পর্তুগিজ	জানালা	জানালায়, জানালাটা
ইংরেজি	ডাক্তার	ডাক্তারের, ডাক্তারখানা

অন্তরঙ্গ উৎস: নির্মিত শব্দ

বাংলা ভাষা শুধু বাইরে থেকে শব্দ নেয় না; নিজের ভেতরেও নতুন শব্দ তৈরি করে। এই ধরনের শব্দকে নির্মিত শব্দ বলা যায়। উপসর্গযোগে 'প্র + হার = প্রহার', কৃৎ-প্রত্যয়ে 'দোল + না = দোলনা', তদ্ধিত প্রত্যয়ে 'ঢাকা + আই = ঢাকাই', সন্ধিতে 'বিদ্যা + আলয় = বিদ্যালয়', সমাসে 'রাজ + নীতি = রাজনীতি', দ্বিরুক্তিতে 'টিপটিপ', 'হনহন'– এসব অন্তরঙ্গ শব্দ গঠনের উদাহরণ।

নির্মিত শব্দ ভাষার সৃজনশীলতার লক্ষণ। নতুন সমাজ, নতুন জ্ঞান, নতুন পেশা, নতুন প্রযুক্তি– এসবের জন্য ভাষা নিজেই নতুন শব্দ তৈরি করে। 'জনস্বাস্থ্য', 'রাষ্ট্রচিন্তা', 'পরিবেশবাদ', 'নারীবাদ'– এসব শব্দ ভাষার ভেতরের গঠনপ্রক্রিয়ার শক্তি দেখায়। বাংলা একাডেমির প্রমিত ব্যাকরণধারায় শব্দরূপ ও প্রমিত ব্যবহারের আলোচনাও এই নির্মাণপ্রক্রিয়া বোঝার ক্ষেত্রে সহায়ক।[৭]

প্রাপ্ত শব্দ ও নির্মিত শব্দ

বাংলা শব্দকে আরেকভাবে দুই ভাগে দেখা যায়– প্রাপ্ত শব্দ ও নির্মিত শব্দ। প্রাপ্ত শব্দ হলো ইতিহাস, উত্তরাধিকার বা ভাষাসংস্পর্শে পাওয়া শব্দ; নির্মিত শব্দ হলো ভাষার নিজস্ব গঠনপ্রক্রিয়ায় তৈরি শব্দ।

শ্রেণি	পরিচয়	উদাহরণ
প্রাপ্ত শব্দ	ভাষা ইতিহাসে পেয়েছে	চাঁদ, হাত, কাগজ, স্কুল, চা
নির্মিত শব্দ	ভাষার ভেতরে গঠিত	ঢাকাই, ন্যাকামি, বিদ্যালয়, রাজনীতি

প্রাপ্ত শব্দের মধ্যে তৎসম, তদ্ভব, দেশি ও বিদেশি সবই থাকতে পারে। নির্মিত শব্দে গঠনপ্রক্রিয়া স্পষ্ট দেখা যায়। যেমন– 'ঢাকাই' = ঢাকা + আই; 'ন্যাকামি' = ন্যাকা + মি; 'বিদ্যালয়' = বিদ্যা + আলয়; 'রাজনীতি' = রাজ + নীতি।

সিদ্ধ শব্দ ও জটিল শব্দ

গঠনের দিক থেকে শব্দকে সিদ্ধ (simple) শব্দ এবং জটিল (complex) শব্দে ভাগ করা যায়। সিদ্ধ শব্দ হলো এমন শব্দ, যাকে বর্তমান ব্যবহারে অর্থপূর্ণ ছোটো অংশে ভাঙা যায় না। যেমন– নাক, লাল, তিন, ঘর, মা, জল। 'নাক' শব্দকে 'না + ক' করলে কোনো অর্থপূর্ণ গঠন পাওয়া যায় না। তাই এটি সিদ্ধ শব্দ।[৮]

জটিল শব্দ হলো এমন শব্দ, যা একাধিক গঠন–উপাদানে তৈরি। যেমন– ঢাকাই, ন্যাকামি, পাহাড়ি, দোলনা, বিদ্যালয়, রাজনীতি। 'ঢাকাই' শব্দে 'ঢাকা + আই' অর্থাৎ, ঢাকাসম্পর্কিত। 'ন্যাকামি' শব্দে 'ন্যাকা + মি' অর্থাৎ, ন্যাকা ধরনের আচরণ বা ভাব। এখানে প্রত্যয় যুক্ত হয়ে শব্দের অর্থ ও পদমর্যাদা বদলে দিয়েছে।

শব্দ	গঠন	প্রক্রিয়া	অর্থ
ঢাকাই	ঢাকা + আই	তদ্ধিত প্রত্যয়	ঢাকাসম্পর্কিত
ন্যাকামি	ন্যাকা + মি	প্রত্যয়যোগ	ন্যাকা আচরণ
দোলনা	দোল + না	কৃৎ-প্রত্যয়	দোলার বস্তু
বিদ্যালয়	বিদ্যা + আলয়	সন্ধি/সমাস	শিক্ষার স্থান
রাজনীতি	রাজ + নীতি	সমাস	রাষ্ট্রনীতি

বাংলা শব্দভান্ডার একদিকে ঐতিহাসিকভাবে প্রাপ্ত, অন্যদিকে ভাষার ভেতরে নির্মিত। তৎসম, তদ্ভব, দেশি ও বিদেশি শব্দ বাংলার বহিরঙ্গ উৎসকে চিহ্নিত করে; উপসর্গ, প্রত্যয়, সন্ধি, সমাস, দ্বিরুক্তি, বিভক্তি ইত্যাদি অন্তরঙ্গ উৎসের কাজ দেখায়। Loanword বাংলায় এসে বাংলা বিভক্তি, বচন, নির্দেশক ও শব্দ গঠনের নিয়মে অভিযোজিত হয়। আবার simple শব্দ ভাষার মূল উপাদান হিসেবে থাকে, আর complex শব্দ ভাষার সৃষ্টিশীল গঠনক্ষমতা দেখায়। এই দুই প্রবাহের মিলনেই বাংলা শব্দভান্ডার সমৃদ্ধ, নমনীয় এবং প্রাণবন্ত হয়েছে।

---

৭. *বাংলা একাডেমি, প্রমিত বাংলা ব্যাবহারিক ব্যাকরণ, সম্পা. রফিকুল ইসলাম, পবিত্র সরকার ও মাহবুবুল হক, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১৪*

৮. *'বাংলা ভাষা', বাংলাপিডিয়া; বাংলা ভাষার ইন্দো-আর্য পরিচয়, সংস্কৃত প্রভাব, মুসলিম শাসনের পর আরবি-ফারসি-তুর্কি প্রভাব, পর্তুগিজ ও ইংরেজি প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা।*

NABARUN PUBLICATIONS